ইউনিট ৭: পরিকল্পনা ও শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকারী বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা

ভূমিকা

শিক্ষা পরিকল্পনার ইতিহাস খুব দীর্ঘদিনের নয়। কিন্তু পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষার উন্নয়ন পৃথিবীর সর্বত্র ঘটছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জাতীয় উন্নয়ন শিক্ষার উপর নির্ভরশীল এই ভাবধারা হৃদয়ঙ্গমে অনেক বিলম্ব করেছে। বিলম্ব হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলো নিজেদের সম্পদ ও বিশ্ব সংস্থা এবং ধনী দেশগুলোর সহযোগিতায় শিক্ষার উন্নয়ন ঘটাতে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এ ইউনিটে পরিকল্পনা ও শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নকারী বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা সম্পর্কে আমরা শিখবো। এই ইউনিটটিকে ৬টি পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হল:

পাঠ- ৭.১	:	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন
পাঠ- ৭.২	:	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি
পাঠ- ৭.৩	:	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অধীভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ
পাঠ- ৭.৪	:	শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অধীভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ
পাঠ- ৭.৫	:	উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া
পাঠ- ৭.৬	:	বাংলাদেশে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া

পাঠ ৭.১ : পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- পরিকল্পনা কমিশনের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পরিকল্পনা কমিশনের পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সরকারের বর্তমানে অনেকগুলো মন্ত্রণালয় রয়েছে। মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্বে রয়েছে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী মিলে প্রায় অর্ধশতাধিক। প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়ের আলাদা আলাদা দপ্তর রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ নির্বাহীকে সচিব বলা হয়।

অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মত একটি মন্ত্রণালয়। বিগত সরকারের আমলে অর্থ ও পরিকল্পনা দুটি আলাদা মন্ত্রণালয় ছিল। পরিকল্পনার দায়িত্বে ছিলেন একজন প্রতিমন্ত্রী। পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে পরিকল্পনা উইং (Planning wing) রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইংগুলো স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের পক্ষে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রশাসনিক কাঠামোয় মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে কোন পরিকল্পনা উইং বা কোষ ছিলনা বললেই চলে। তবে ১৯৭২ সালে যখন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয় এবং মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো যখন উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে তখন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ, প্রকল্পের বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন রিভিউ, বিভিন্ন সমীক্ষা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রণয়ন, দাতা দেশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং পরিকল্পনা কমিশনে উন্নয়ন ও পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিষয়ে ফলাবর্তন প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়সমূহে পরিকল্পনা ইউনিটের আবশ্যকতা দেখা দেয় এবং দাতা সংস্থাও এ ধরনের সুপারিশ রাখতে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৭৬-৭৭ সাল নাগাদ প্রতিটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগে পরিকল্পনা কোষ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কোষ অথবা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কোষ নামে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় একটি করে উইং স্থাপিত হয়। বর্তমানে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় তিনটি বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত। (১) পরিকল্পনা বিভাগ, (২) বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং (৩) পরিসংখ্যান বিভাগ। একজন মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকেন। তিনি আবার পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান।

পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission)

বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন। পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ১৯৭২ সালের ৩১ শে জানুয়ারী এক সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পরিকল্পনা কমিশনকে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের গুরুদায়িত্ব দেয়া হয় তেমনই দেওয়া হয়। অন্যান্য দপ্তর থেকে আলাদা মর্যাদা। ১৯৭২ সালে গঠিত পরিকল্পনা কমিশনে একজন চেয়ারম্যান, একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান, এবং তিনজন সদস্য ছিলেন। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীকে পদাধিকার বলে পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদেরকে দেয়া হয় প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা।

পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব ও কার্যাবলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পরিকল্পনা কমিশন দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় তিন ধরনের দায়িত্ব পালন করছে।

ক) নির্দেশনা/উপদেশনা (Advising)
খ) নির্বাহী (Executive) এবং
গ) সমন্বয়মূলক (Co-ordination)

নির্দেশনা/উপদেশনা

বার্ষিক এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয় সমূহকে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নে সাহায্য করা। কখনও কতিপয় মন্ত্রণালয় সম্মিলিতভাবে কোন বড় প্রকল্প প্রণয়ন করতে গেলে পরিকল্পনা কমিশন প্রকল্পের যথার্থতা যাচাই করা এবং একাধিক মন্ত্রণালয়ের সম্মিলিতভাবে প্রকল্প প্রণয়নে সমন্বয়সাধন করা। তাছাড়া পরিকল্পনা কমিশনের পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজের অংশ হিসেবে প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল এবং আর্থিক বরাদ্দ প্রতিবেদন এবং প্রকল্প মূল্যায়ন কৌশল পরিকল্পনা প্রতিবেদনে সংযুক্ত করার জন্য তৈরি করতে হয়। এ সমস্ত কাজ পরিকল্পনা কমিশনে ছয় স্তর বিশিষ্ট একটি কাঠামো সম্পাদন করে থাকে।

পরিকল্পনা কমিশনের কাঠামো

সরকার প্রধান
(পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান)
↓
পরিকল্পনা মন্ত্রী
(ভাইস চেয়ারম্যান)
↓
সদস্য
↓
বিভাগীয় প্রধান
↓
জয়েন্ট চীফ
↓
ডেপুটি চীফ
↓
সহকারী চীফ
↓
গবেষণা কর্মকর্তা (একাধিক)

নির্বাহী (Executive)

প্রতিষ্ঠালগ্নে পরিকল্পনা মন্ত্রীকে পদাধিকার বলে কমিশনের চেয়ারম্যান করা হয়। নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়া হয়। তাকে দেয়া হয় দপ্তরবিহীন মন্ত্রীর পদমর্যাদা। কমিশনের সদস্যদেরকে দেয়া হত প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা।

তৎকালীন সময়ে পরিকল্পনা কমিশনে ১০টি বিভাগ ছিল। প্রতিটি বিভাগ বাংলাদেশ সরকারের সচিব পদমর্যাদার একজন প্রধান (Chief) দ্বারা পরিচালিত হত।

পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান যিনি কমিশনের নির্বাহী প্রধান তিনি একজন অ-রাজনীতিবিদ। তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য বা সংসদ সদস্য হবেন না এবং কমিশনের সদস্যদের ক্ষেত্রেও এই একই নীতি প্রযোজ্য। রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা, সরকারের ধ্যান ধারণা, বিচার বিবেচনা ইত্যাদি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বে নিযুক্ত মন্ত্রীর মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রতিফলিত হয়। সেই সময়ে অর্থমন্ত্রী পরিকল্পনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের মর্যদা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার প্রধান পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব এবং পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতেন। ১৯৭৫ সালে সরকার পরিবর্তনের পর পরিকল্পনা কমিশনে নীতিমালার কিছু পরিবর্তন আনা হয়। ডেপুটি চেয়ারম্যান এর মর্যাদা হ্রাস করে প্রতিমন্ত্রী এবং সদস্যদের মর্যাদা সচিবের সমান করা হয়।

পরিকল্পনা কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামোয় বিগত বৎসরগুলোতে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়। ১৯৮৩ সালের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বর্তমানে এর সাংগঠনিক কাঠামো হচ্ছে- সরকার প্রধান পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী ভাইস চেয়ারম্যান, একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান, কমিশনের সদস্যবৃন্দ এবং পরিকল্পনা বিভাগের সচিব কমিশনের সদস্য সচিব।

পরিকল্পনা কমিশনে বর্তমানে ৬টি বিভাগ রয়েছে। প্রতিটি বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন সচিব পদমর্যাদার সদস্য। সদস্যদের অব্যবহিত নিম্নে রয়েছেন বিভাগীয় প্রধান।

পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগসমূহ

১) সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
২) কার্যক্রম ও মূল্যায়ন বিভাগ
৩) কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
৪) শিল্প ও শক্তি বিভাগ
৫) ভৌত অবকাঠামো বিভাগ এবং
৬) আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ।

বিভাগীয় প্রধানের নিচে রয়েছেন একজন করে উপ-প্রধান এবং উপ-প্রধানের নিচে রয়েছে একজন করে শাখা বা সেক্টর প্রধান। উপরোক্ত ৬টি বিভাগ ছাড়াও কমিশনের ২টি শক্তিশালী কমিটি রয়েছে। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (National Economic Council – NEC) এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (Executive Committee of National Economic Council – ECNEC) ।

পরিকল্পনা কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

এ পর্যায়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো ছক আকারে দেয়া হলো। পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকার এবং তার বিভিন্ন কমিটি, পরিষদ এবং বিভিন্ন স্তরের অংশগ্রহণ বর্ণনা করা হলো।

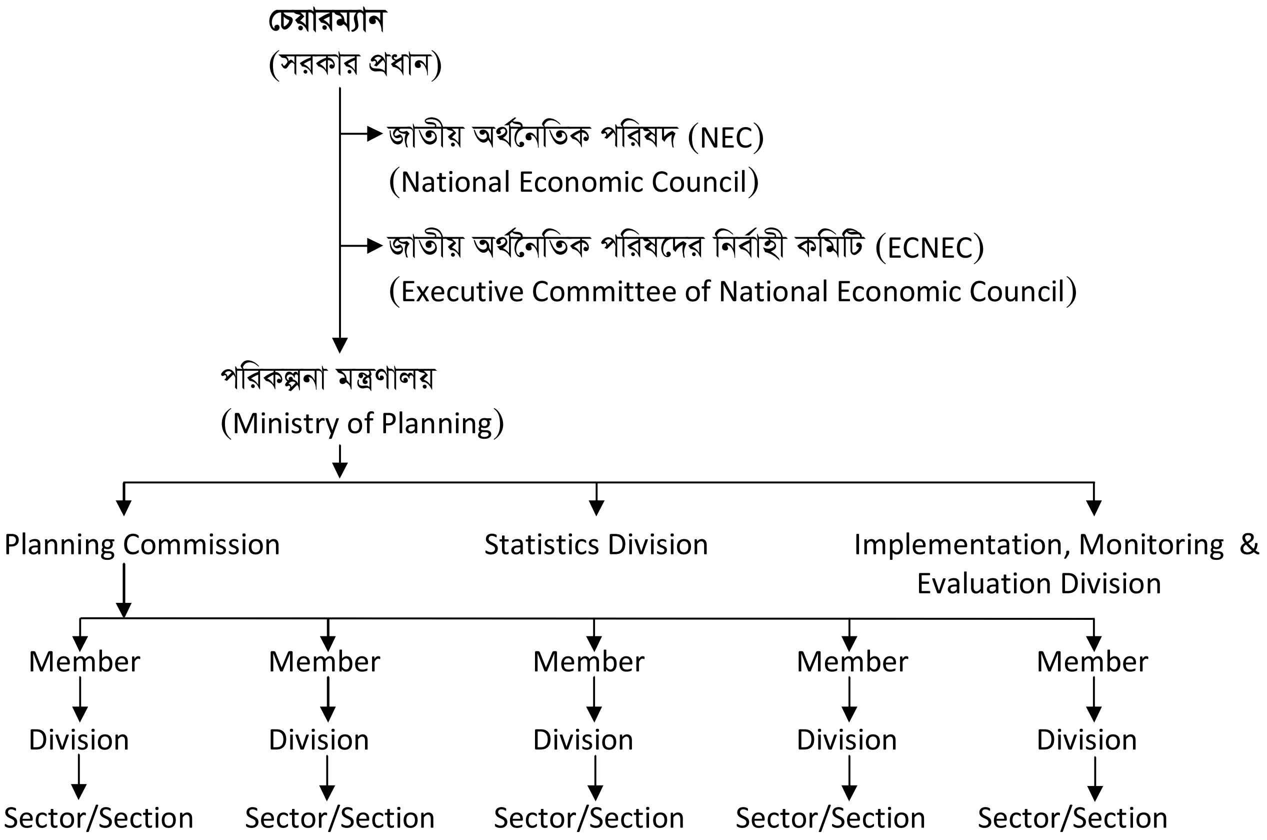

পরিকল্পনা কমিশনের কাজ

১. সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরিকল্পনা কমিশন দেশের উন্নয়নের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী ব্যাপক পরিকল্পনা যেমন-বার্ষিক, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে।

২. উন্নয়নের অগ্রাধিকার খাতসমূহ বাছাই করা এবং উন্নয়ন তরান্বিত করা সম্পদের বরাদ্দ দেয়া। অর্থনৈতিক বিষয়াবলির উপর সমীক্ষা পরিচালনা এবং অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন ।

৩. জাতীয় পরিকল্পনার আলোকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ।

৪. বৈদেশিক সাহায্য চাহিদা নিরুপণ এবং প্রয়োজনীয় সাহায্যের পরিমাণ আঙ্গিক গঠন নিয়ে বিদেশি রাষ্ট্রের সংগে আলোচনা।

৫. বৈদেশিক ঋণ এর ব্যবহার মূল্যায়ন এবং জাতীয় পরিকল্পনার মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন পেশ।

৬. জাতীয় পরিকল্পনা, বার্ষিক কর্মসূচি এবং অর্থনৈতিক নীতিমালার সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক অবকাঠামো সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান।

৭. প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়া আধুনিকীকরণ এবং প্রয়োজনবোধে প্রকল্প প্রণয়নের দায়িত গ্রহণ।

৮. অনুমোদিত প্রকল্প দেশিয় এবং সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা, প্রকল্প বাস্তবায়নের সমস্যাবলি ও বিলম্বের কারণ নিরূপণ এবং এসকল সমস্যা প্রতিকারের পথ খোজা ।

৯. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) এ পেশ করার উদ্দেশ্য প্রণীত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) চুড়ান্তকরণ।

১০. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে পেশ করার নিমিত্তে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চূড়ান্ত করণ।
১১. অর্থনৈতিক অবস্থার মূল্যায়ন এবং পারিতোষিক ভিত্তিতে উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন।
১২. বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অবস্থা পর্যালোচনা ও মনিটরিং করা ।
১৩. বিভাগ ও আন্ত-বিভাগীয় সমন্বয় সাধন এবং কৌশলগত বিষয়াদি সংক্রান্ত বিরোধ এর মীমাংসা ।

বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তার দায়িত্ব

১। সদস্য (Member)

ক) কমিশনের সদস্য হিসাবে কাজ করেন এবং কমিশনের নীতি নির্ধারনীতে সহায়তা দিয়ে থাকেন।
খ) তার দায়িত্বাধীন অর্থনৈতিক সেক্টর সমূহের যাবতীয় পরিকল্পনা এবং কার্যক্রমের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

২। বিভাগীয় প্রধান (Division chief)

ক) বিভাগের নির্বাহী প্রধান হিসাবে কাজ করে থাকেন।
খ) অর্থনীতি সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট সকল শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন।
গ) সেক্টরাল পরিকল্পনা, কার্যক্রম এবং নীতি প্রণয়ন পরিকল্পনায় সব রকম কারীগরি সহায়তার সমন্বয় সাধন করে থাকেন।

৩। যুগ্ম প্রধান (Joint chief)

ক) সেক্টর ও সাব-সেক্টরের দায়িত্বে নিয়োজিত।
খ) সেক্টরাল ও সাব-সেক্টরাল পর্যায়ে পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের সংশ্লিষ্ট কারিগরি নথিপত্র তৈরি করা।
গ) অনুমোদনের জন্য প্রণিত উন্নয়ন প্রকল্পের প্রতিবেদন (এপ্রেইজাল সহ) তৈরি তদারকী করা।

৪। উপ-প্রধান (Deputy chief)

ক) সাব সেক্টরের দায়িত্বে নিয়োজিত।
খ) বিভাগীয় প্রধান বা যুগ্ম প্রধানের কাজ কর্মে সহায়তা দেয়া।
গ) প্রকল্প প্রতিবেদন, সাব সেক্টরাল পরিকল্পনার খসড়া অথবা কার্যক্রম তৈরি করা।

৫। সহকারি প্রধান (Assistant chief)

ক) বিভাগীয় প্রধান/যুগ্ম প্রধান/উপ-প্রধানকে কাজে সহায়তা দেওয়া।
খ) প্রকল্প প্রতিবেদনের খসড়া তৈরি করা ।

৬। গবেষণা কর্মকর্তা (Research officer)

ক) বিভাগীয় প্রধান, যুগ্ম প্রধান ও উপ-প্রধানকে কাজে সহায়তা দেয়া।
খ) প্রকল্প প্রতিবেদনের খসড়া তৈরি করা।

পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন স্তর সরাসরি পরিকল্পনা প্রণয়নে অংশগ্রহণ করলেও তার একার পক্ষে কাজটি সম্পাদন করা সম্ভব নয় এজন্য তাকে সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংস্থার সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখতে হয়।

প্রথমত: তার নির্বাহী দায়িত্ব পালন ছাড়াও নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রে কমিশনের তথ্যগত সহয়তা দরকার যা সেক্টরাল/সেক্টরাল উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে জড়িত।

দ্বিতীয়ত: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নে কমিশনকে মন্ত্রণালয়/বিভাগের নির্বাহী দপ্তরের উপর নির্ভর করতে হয়।

তৃতীয়ত: কমিশন প্রকল্প প্রণয়নের কাজ শুরু করতে পারে তখনই যখন মন্ত্রণালয়/ডিভিশন কর্তৃক প্রকল্প তৈরির কাজ শেষ হয়।

এছাড়াও কমিশনকে পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারের বিশেষ কিছু সংস্থার উপর নির্ভর করতে হয়। তার মধ্যে রয়েছে বহিঃসম্পদ বিভাগ(External Resource Division- ERD), অর্থ বিভাগ (Finance Division), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (Internal Resource Division- IRD), Implementation Monitoring and Evaluation Division-IMED ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১

অ) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কয়টি বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত?
ক. দুইটি খ. তিনটি গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

২. ১৯৭২ সালে পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান কে ছিলেন?
ক. প্রধানমন্ত্রী খ. অর্থমন্ত্রী গ. পরিকল্পনা মন্ত্রী ঘ. মন্ত্রিপরিষদ সচিব

৩. পরিকল্পনা কমিশন দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় কত ধরনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন?
ক. দুই ধরনের খ. তিন ধরনের গ. চার ধরনের ঘ. পাঁচ ধরনের

উত্তরমালাঃ ১. খ, ২. গ, ৩. খ।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ নির্বাহী কি বলা হয়?
২. প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তাবয়নের কাজ কখন শুরু হয়?
৩. পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান কে?
৪. পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগগুলো কী কী?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. পরিকল্পনা কমিশন গঠন ও এর বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. পরিকল্পনা কমিশনের কার্যাবলি ও এর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তার দায়িত্ব বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ৭.২ : জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির কার্যবিধি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পরিকল্পনা প্রণয়ণ প্রক্রিয়া ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নের ধারাবাহিক পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

পরিকল্পনার সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে সরকার। কাঠামোগত দিক দিয়ে সরকার বলতে সরকার প্রধান (প্রধানমন্ত্রী/প্রেসিডেন্ট) এবং তার কেবিনেট সদস্যবৃন্দকে বোঝায়। দেশের সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব সরকারের। পরিকল্পিত উপায়ে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং একই সময়ে এ সম্পদ কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নয়ন তরান্বিত করা সরকারের দায়িত্ব। সর্বস্তরে মানব সম্পদের সুষ্ঠ অংশগ্রহণ দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে। তাই দেশের উন্নয়ন কাজ সরকারের দায়িত্ব ঠিক তেমনই নিজেকে তৈরি করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়ে প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব হওয়া উচিত। দেশ পরিচালনায় নীতি নির্ধারণ, নির্দেশনা দান, পরিকল্পনার ধ্যান ধারণা কী, পরিকল্পনার মডেল কী হবে, কোন অগ্রাধিকার পাবে তার ধারণা দেয়া, সম্পদ উন্নয়ন ও তার কৌশল সম্পর্কে পরিকল কমিশনকে নির্দেশনা দেয়া সরকারের কাজ।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (National Economic Council - NEC)

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) সরকারের সর্বোচ্চ শক্তিশালী কমিটি। সরকার প্রধান এই কমিটির চেয়ারম্যান, এবং মন্ত্রীসভার সদস্যরা এর সদস্য। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদকে সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ হচ্ছেন- মন্ত্রী পরিষদ সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC)-এর কার্যবিধি

১। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং অর্থনৈতিক কর্মপন্থা (পলিসি) নির্ধারণে প্রাথমিক পর্যায়ে সামগ্রিক দিক নির্দেশনা প্রদান।
২। পরিকল্পনা কর্মসূচি এবং কর্মপন্থা চূড়ান্তকরণ এবং অনুমোদন প্রদান।
৩। উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা।
৪। আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ, এবং
৫। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের দায়িত্ব পালনে সহায়ক বিবেচিত যে কোন কমিটি গঠন।

১৯৯৬ সালের প্রজ্ঞাপন অনুসারে NEC এর বৈঠক প্রতিমাসে একটি এবং প্রয়োজনে একাধিক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পরিকল্পনা বিভাগ NEC-এর সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে থাকে।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNEC)

সরকারের দ্বিতীয় শক্তিশালী কমিটি ECNEC। এর চেয়ারম্যান হচ্ছেন সরকার প্রধান। অর্থমন্ত্রী এর বিকল্প চেয়ারম্যান। এ কমিটির সদস্যগণ সরকার প্রধান কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন। সাধারণত নিম্নবর্ণিত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীদের মধ্য থেকে কমিটির সদস্য মনোনয়ন দেয়া হয়।

১। স্থানীয় সরকার পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী
২। শিক্ষা মন্ত্রী

৩। প্রযুক্তি মন্ত্রী
৪। পানি সম্পদ মন্ত্রী।
৫। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী
৬। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী
৭। কৃষি, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী এবং
৮। পরিকল্পনা মন্ত্রী

ECNEC এর কার্যপরিধি

১। সকল বিনিয়োগ প্রকল্পের সারপত্র (Project Proforma (PP)) বিবেচনা ও অনুমোদন দেয়া।
২। প্রাক-একনেক সভার সুপারিশক্রমে সরকারি খাতে ২৫ (পচিশ) কোটি টাকার উর্ধ্বে ব্যয় সম্বলিত প্রকল্প অনুমোদন।
৩। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা।
৪। সরকারি, বেসরকারি এবং যৌথ উদ্যোগে অথবা যৌথ অংশগ্রহণে বিনিয়োগ কোম্পানীসমূহের প্রস্তাব বিবেচনা।
৫। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবীক্ষণ ও দেশের সামগ্রীক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারণী বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা।
৬। বিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের সম্পাদিত কার্যাবিল বিশেষ করে তাদের আর্থিক ফলাফল বিবেচনা।
৭। সরকারি সংস্থাসমূহের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ও জনসেবামূলক সার্ভিসসমূহের রেট, ফিস, ইত্যাদি বিবেচনা করা।
৮। বৈদেশিক সাহায্য, বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও জনশক্তি রপ্তানি বিষয়ে বিদেশে বাংলাদেশের বিভিন্ন মিশনের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা ও অনুমোদন এবং উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভার কোন নির্ধারিত সংখ্যক বৈঠকের বিধান নাই। প্রয়োজনে যে কোন সময়ের ব্যবধানে এই কমিটি বৈঠকে মিলিত হতে পারে। সরকারের সংস্থাপন বিভাগ একনেকের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে থাকে।

ECNEC সদস্য ছাড়া সভায় যারা উপস্থিত থাকতে পারেন তারা হচ্ছেন- কেবিনেট সচিব, সদস্য পরিকল্পনা কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর, সচিব External Resource Division (ERD), সচিব অর্থ বিভাগ, সচিব পরিকল্পনা বিভাগ, সচিব Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED) এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ।

পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

বাংলাদেশের পরিকল্পনা প্রণয়নে দ্বি-মুখী কৌশল ব্যবহার করা হয়। উক্ত পরিকল্পনা মোটামুটিভাবে Top down (উর্ধ থেকে নিম্নমুখী) এবং কখনো কখনো Top down এবং Bottom-up কৌশলের সমন্বয়ে হয়ে থাকে।

উর্ধ্ব থেকে নিম্নমুখী কৌশলে পরিকল্পনা প্রণয়নকালে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক সংগঠন ক্ষমতাসীন সরকার এর কাছ থেকে পরিকল্পনার একটি গাইড লাইন (guide line) প্রাপ্ত হয়, যে গাইড লাইনে পরিকল্পনার-

১. দর্শন ও ধ্যান ধারণা (Philosophy & Concept of Planning)
২. পরিকল্পনার উদ্দেশ্য (Objectives of Planning)
৩. পরিকল্পনার অনুসৃত মডেল (Model and approach of Planning)
৪. অগ্রাধিকার (Priorities)
৫. প্রতিশ্রুতি (Commitment)
৬. সম্পদ ও তার সম্ভাব্য প্রাপ্তি, আর্থিক ও মানব সম্পদ (Financial and human resource)
৭. উন্নয়নের কৌশল (Strategies of development) ইত্যাদি থাকে।

উক্ত গাইড লাইনের মাধ্যমে পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক/দ্বিবার্ষিক/ত্রিবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা প্রণয়ন করে। এই দিক নির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ, সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা, সংশ্লিষ্ট সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আলোচনা হয়। সরকার প্রদত্ত গাইডলাইন পর্যালোচনা হয়। উক্ত গাইডলাইনের ভিত্তিতে পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টরসমূহ পরিকল্পনার খসড়া তৈরির কাজ শুরু করে। খসড়া তৈরি একটি দীর্ঘ পদ্ধতি। এ পর্যায়ে সেক্টর প্রথমে–

ক. পূর্বের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করে।
খ. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য (objectives) এর আলোকে, মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে । এবং
গ. গাইডলাইন অনুযায়ী প্রাথমিক খসড়া তৈরি করে খসড়াটি পরবর্তীকালে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর, ডিভিশনে সামষ্টিক ও ব্যাষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়।

অত:পর খসড়া প্রতিবেদনটি পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে General Economic Division (GED) প্রেরণ করা হয়। GED খাত ভিত্তিক প্রতিবেদনসমূহ সমন্বিত করে। এই সমন্বিত খসড়া পরিকল্পনা দলিলের উপর পরিকল্পনা কমিশনে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা চলতে থাকে। আলোচনা, ওয়ার্কসপ, সেমিনার, গ্রুপ আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে খসড়াটির পরিবর্তন, পরিবর্ধন, উন্নয়ন চলতে থাকে। অত:পর খসড়াটি পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভায় পেশ করা হয়। উক্ত সভার সুপারিশক্রমে এটি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) এর সভায় উপস্থাপণ করা হয়। NEC-তে অনুষ্ঠিত অনেকগুলো সভায় খসড়াটির ওপর আলোচান পর্যালোচনা হয় এবং মিনিটস তৈরি হয়। NEC-এর সভায় আলোচনা পর্যালোচনার ভিত্তিতে সভার পর সভায় মিনিটস অনুমোদন হয় এবং এভাবে খসড়া তৈরির কাজ চূড়ান্ত করা হয়।

অত:পর খসড়াটি অনুমোদনের জন্য NEC-তে পেশ করা হয়। NEC-এর সভায় অনুমোদন পেলে NEC-এর চেয়ারম্যান স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষরিত খসড়াটি পরবর্তী পাঁচ বৎসরের উন্নয়ন পরিকল্পনা দলীল হিসাবে অনুমোদন পায়। NEC-এর অনুমোদন প্রাপ্তির পর এটি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়।

পরিকল্পনাটি দুটি পদ্ধতির সমন্বয়ে প্রণয়নের উল্লেখ থাকলেও আসলে বাংলাদেশের পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা বা অংশগ্রহণের সুযোগ একেবারেই সীমিত। পরিকল্পনা প্রণয়ন হয় বিশেষজ্ঞ, আমলা ও সরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারা। আলোচনা পর্যালোচনাও হয় মূলত ঐ পর্যায়েই। গণ মানুষের সম্পৃক্ততা সেখানে নেই বললেই চলে ।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দুটি মূল পর্ব থাকে। সামষ্টিক অধ্যায় ও খাত ভিত্তিক অধ্যায়। বাংলাদেশে এ যাবৎকাল প্রণীত পরিকল্পনায় কোন একক সংখ্যক বা সীমিত সংখ্যক খাত ছিল না। বর্তমান বাস্তবায়নাধীন সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লেখিত খাতগুলো শিক্ষার্থীদের একটি সাধারণ ধারণার জন্য উপস্থাপন করা হলো।

পর্ব ১ : সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত ঃ কৌশলগত নির্দেশনা ও নীতি কাঠামো

অধ্যায়	সামষ্টিক অধ্যায়সমূহ
অধ্যায় ১ :	ষষ্ঠ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রগতি
অধ্যায় ২ :	দরিদ্রমুখী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির প্রবর্ধন-কৌশল
অধ্যায় ৩ :	মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো
অধ্যায় ৪ :	দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসন কৌশল
অধ্যায় ৫ :	সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি ও এর অর্থায়ন
অধ্যায় ৬ :	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

পর্ব ২ : খাত উন্নয়ন কৌশল

অধ্যায়	খাতভিত্তিক অধ্যায়সমূহ
অধ্যায় ১ :	জন প্রশাসন, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও গর্ভন্যান্স শক্তিশালীকরণ
অধ্যায় ২ :	রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধি সহ ম্যানুফ্যাকচারিং খাত উন্নয়ন কৌশল
অধ্যায় ৩ :	সেবা খাত উন্নয়ন কৌশল
অধ্যায় ৪ :	কৃষি ও পানিসম্পদ কৌশল
অধ্যায় ৫ :	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উন্নয়ন কৌশল
অধ্যায় ৬ :	পরিবহণ ও যোগাযোগ উন্নয়ন কৌশল
অধ্যায় ৭ :	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন কৌশল
অধ্যায় ৮ :	টেকসই উন্নয়ন ঃ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন
অধ্যায় ৯ :	নগরায়ণ কৌশল
অধ্যায় ১০ :	স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা উন্নয়ন কৌশল
অধ্যায় ১১ :	শিক্ষা খাত উন্নয়ন কৌশল
অধ্যায় ১২ :	ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
অধ্যায় ১৩ :	মানব সম্পদ উন্নয়নে ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্মের ভূমিকা
অধ্যায় ১৪ :	সামাজিক সুরক্ষা, সামাজিক কল্যাণ ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (Annual Devleopment Program - ADP)

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় গৃহীত বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য সবচেয়ে কার্যকর কৌশলটি হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে পাঁচ বৎসর মেয়াদী বিনিয়োগ পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে প্রতি বছর একটি করে এডিপি প্রণয়ন করা হয়। ADP হচ্ছে একটি আর্থিক বৎসরের খাত ও উপখাত ভিত্তিক প্রকল্প তালিকা, যা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সমষ্টিগত অথবা খাত ভিত্তিক উদ্দেশ্য, কৌশল ও বরাদ্দের আলোকে প্রণীত। অন্য কথায় ADP হচ্ছে বিভিন্ন খাতে গৃহীত ঐ সব প্রকল্পের সমষ্টি যা চলতি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক। প্রতিটি ADP একটি নির্দিষ্ট অর্থ বৎসরের জন্য প্রণয়ন করা হয়। একটি ADP-তে সাধারণত হাজারেরও অধিক উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত থাকে। তবে সব প্রকল্প বাস্তবায়িত নাও হতে পারে। তবে ADP-এর অর্থ বছরে উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ অর্থ যথা নিয়মে খরচ করা যেতে পারে। এডিপি বাস্তবায়নের সাধারণ খাতগুলো হলো-

১. Agriculture (কৃষি)
২. Rural Development & Institutions (পলী উন্নয়ন ও পলী প্রতিষ্ঠান)
৩. Water Resource (পানি সম্পদ)
৪. Industries (শিল্প)
৫. Power (বিদ্যুৎ শক্তি)
৬. Oil, Gas and Natural Resources (তৈল, গ্যাস এবং প্রাকৃতিক সম্পদ)
৭. Transport (পরিবহন)
৮. Communication (যোগাযোগ)
৯. Physical Planning, water supply and Housing (ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন)
১০. Education and Religion Affairs (শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক)
১১. Sports and Culture (ক্রিড়া ও সংস্কৃতি)
১২. Health, Population & Family welfare (স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ)
১৩. Mass Media (গণ মাধ্যম)
১৪. Social Welfare, Women Affairs & Youth Development (সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন)

১৫. Public Administration (জন প্রশাসন)
১৬. Science, Information and Communication Technology (বিজ্ঞান ও তথ্য এবং তথ্য প্রযুক্তি)
১৭. Labour & Employment (শ্রম ও কর্মসংস্থান)।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) প্রণয়নের ধারাবাহিক পদ্ধতি

১. ADP প্রণয়নে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে পরিকল্পনা কমিশন মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে পরবর্তী অর্থ-বৎসরের জন্য ADP প্রণয়নের নীতিমালা প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এ প্রেরণ করে এবং উক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে চলতি এবং নতুন প্রকল্প অনুযায়ী প্রস্তাবিত বরাদ্দের চাহিদা পেশ করতে বলে।।

২. সংস্থা হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় তা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট উইং (GED) এর নিকট প্রেরণ করে।

৩. পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট উইং (GED) এই প্রস্তাব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এবং উপযোগী প্রকল্পগুলি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগে পাঠায়। মন্ত্রণালয় প্রকল্পসমূহ প্রোগ্রামিং কমিটির সভায় পেশ করে এবং তাদের সুপারিশ অনুযায়ী পরিকল্পনা কমিশনের সভায় নতুন প্রকল্প তালিকা চূড়ান্ত করে।

৪. এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে প্যারিস কনসের্টিয়ামে (Aid Club Meeting) সাহায্যদাতাদের সভায় পরবর্তী অর্থ-বৎসরের জন্য বৈদেশিক সূত্র থেকে প্রতিশ্রুত সম্ভাব্য প্রকল্প ও খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ নিরুপণ করা হয়। তারপর আভ্যন্তরীন সম্পদ সংগ্রহ পরিস্থিতি এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা, কাঠামো, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সম্পদ কমিটির সভায় পরবর্তী বৎসরের ADP-র আকার নির্ধারণ করে।

৫. এডিপির (ADP) আকার স্থির করার পর কার্যক্রম বিভাগ পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভায় খাতওয়ারী বরাদ্দ নির্ধারণ করে এবং ইতঃপূর্বে কমিশনের সভায় গৃহীত নতুন প্রকল্প তালিকা অনুযায়ী পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরকে তাদের আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের জন্য প্রকল্পভিত্তিক বরাদ্দ নির্ধারণের অনুরোধ করে। সেক্টরকে খাতওয়ারী কর্মসচি চূড়ান্ত করে এবং তা কার্যক্রম বিভাগে প্রেরণ করে।

৬. পরিকল্পনা কমিশনের সভায় খাতওয়ারী ADP অনুমোদিত হলে কার্যক্রম বিভাগ তা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) এ বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য পেশ করে। NEC-এর অনুমোদনের পর পরবর্তী পর্যায়ে তা উন্নয়ন কর্মসূচি হিসাবে জাতীয় সংসদে অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়।

৭. জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদন পেলে অর্থ-বৎসরের ১লা জুলাই থেকে ADP-এর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পওয়ারী অর্থ অবমুক্তি ও সদ্ব্যবহার প্রক্রিয়া শুরু হয় ।

Source: Annual Development Program 2003-2004, Government of the People's Republic of Bangladesh.

স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা (Local level planning)

বাংলাদেশের পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি প্রধানত: উর্ধ্ব থেকে নিম্নমুখী (Top down)। এ ধরণের পরিকল্পনায় স্থানীয় জনগণের পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন-এর কোন ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা থাকেনা। তাই জনগণ স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে আগ্রহী ।

স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা

স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা বলতে কোন এলাকা, কোন গোষ্ঠী, কোন ক্ষেত্র ভিত্তিক পরিকল্পনাকে বুঝায়। স্থানীয় পর্যায় পরিকল্পনাকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১। স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা কোন একটি এলাকা ভিত্তিতে হতে পারে, যেমন- এটা কোন একটি গ্রাম, জেলা বা একটি এলাকা।

২। স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা উন্নয়নের কোন একটি ক্ষেত্র ভিত্তিতে হতে পারে, যেমন- কৃষিক্ষেত্র, শিক্ষাক্ষেত্র, গ্রামীণ উন্নয়ন ইত্যাদি।

৩। স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা কোন একটি বিশেষ আর্থিক গোষ্ঠীর ওপর ভিত্তি করে হতে পারে, যেমন- ভূমিহীন, আশ্রয়হীন পুরুষ, মহিলা, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি ।

৪। স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা বিশেষ কোন সহায়ক শক্তি (বস্তু বা বিষয়) ভিত্তিক হতে পারে, যেমন- ব্যাংকঋণ, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নমূলক/শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিকল্পনা প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষকে যতদূর সম্ভব নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে ।

স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপসমূহ

১। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নির্ধারণ- অনুন্নত এলাকার উন্নয়ন, শিক্ষার উন্নয়ন ইত্যাদি

২। উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ চিহ্নিতকরণ, ভৌত এবং সামাজিক কাঠামোর উন্নয়ন, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয় বাড়ানো ইত্যাদি

৩। কৌশল - ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন, হাসপাতাল নির্মাণ

৪। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়ন- স্থানীয় উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সরকারি), রাজনৈতিক কাঠামো

৫। পরিকল্পনার ধাপ- প্রাক মূল্যায়ন (আর্থ-সামাজিক জরিপ)

৬। উপযুক্ততা যাচাই

৭। প্রকল্প তৈরি (Project Development)

৮। বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ

৯। সম্পদ আহরণ/পরিচালন

১০। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (Monitoring & Evaluation)।

উপযুক্ত পদক্ষেপসমূহ পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়, বিবেচনায় আনতে হবে এবং আর্থসামাজিক জরিপের মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

আর্থ-সামাজিক জরিপ (Socio-Economic Survey)

কোন এলাকার জনসংখ্যা, সম্পদ, শিল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, বাজার ব্যবস্থা, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা, পেশা, জনসম্পদ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে জরিপ বা জরিপের উদ্দেশ্য। জরিপে যেসব ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনায় আনতে হবে তার একটি তালিকা নিয়ে দেওয়া হলো:

ক. জনসংখ্যা
খ. এলাকা
গ. অর্থনৈতিক কার্যাবলি (কৃষি সম্পর্কিত)
ঘ. অর্থনৈতিক কার্যাবলি (শিল্প সম্পর্কিত)
ঙ. অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাদি
চ. সম্পদ
    i) মানবীয় সম্পদ
    ii) অন্যান্য সম্পদ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২

অ) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন বিভাগ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC)-এর সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে থাকে?

ক. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় খ. পরিকল্পনা বিভাগ

গ. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ঘ. অর্থ মন্ত্রণালয়

২. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNEC)-এর বিকল্প চেয়ারম্যান কে?

ক. প্রধানমন্ত্রী খ. পরিকল্পনা মন্ত্রী

গ. অর্থমন্ত্রী ঘ. স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

৩. বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়নে কোন কৌশল ব্যবহার করা হয়?

ক. দ্বি-মুখী খ. ত্রি-মুখী

গ. একমুখী ঘ. বহুমুখী

উত্তরমালা: ১. খ, ২.গ, ৩. ক।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পরিকল্পনার সর্বোচ্চ পর্যায়ে কে রয়েছেন?
২. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দুটি মূল কী কী?
৩. কোনটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় গৃহীত বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য সবচেয়ে কার্যকর কৌশল?
৪. স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা কী?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNEC)-এর কার্যাবলি বিশ্লেষণ করুন।
২. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন পদ্ধতি আলোচনা করুন।
৩. স্থানীয় পর্যায়ে কিভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় বর্ণনা করুন।

পাঠ ৭.৩ : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অধীভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর কার্যাবলি ও অধীনস্ত বিভিন্ন সংস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তাবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট-এর কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিক্ষা জনগণের মৌলিক অধিকার। আর শিক্ষার প্রারম্ভিক স্তরই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা তাই শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। ১৯৭৩ সালে সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেছে। সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে সরকারের প্রচেষ্টা প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকাল থেকেই শুরু হয় এবং আজ পর্যন্ত চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ঐ লক্ষ্য সামনে রেখে ১৯৯০ সালে পাশ হয় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন।

ব্যবস্থাপনার চাহিদা অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার কাঠামো পর্যাপ্ত ছিলনা তাই এ পর্যায়ে সরকার প্রণীত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে ১৯৯২ সনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ সৃষ্টি করা হয় । ২রা জানুয়ারী ২০০৩ সালে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ বিভাগকে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয়ে রূপদান করে। সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের ন্যায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি কার্যবিধিমালায় বিবৃত আছে। সে অনুযায়ী সচিবালয় সংগঠনে নীতি নির্ধারণ, আইন প্রণয়ন, পরিকল্পনা, সংযুক্ত দপ্তরসমূহের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের নিয়োগ, বদলি ইত্যাদিসহ মন্ত্রণালয় নিমোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করে থাকে-

(ক) প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন
(খ) উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
(গ) প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা
(ঘ) আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাসহ গণশিক্ষা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ
(খ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতের নীতি ও সংস্কার
(চ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন
(চ) প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যবই প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ
(জ) প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার নীতি নির্দেশনা প্রদান
(ঝ) অধীনস্ত দপ্তরসমূহের প্রশাসন এর প্রতি নজর রাখা
(ঞ) শিক্ষা সংস্কার কমিশনের বিষয়াদির ব্যাপারে দায়িত্ব পালন।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তাবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট এবং উপানুষ্ঠানিক ধারায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (BNFE) মাধ্যমে গণশিক্ষা, সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন, প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, পুস্তক মুদ্রণ ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (Ministry of Primary and Mass Education- MOPME)

প্রাথমিক শিক্ষার নীতি নির্ধারণ, প্রশাসন, বাস্তবায়ন ও উন্নয়নের দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ের। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন মন্ত্রী। মন্ত্রীর অধিনে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে আছেন সচিব এবং নিম্নক্রম ধারা অনুযায়ী রয়েছে অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-চিব, উপ-সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর অধীনস্থ অফিসসমূহ

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (Directorate of Primary Education – DPE)

প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসনিক কার্যাদি পরিচালনা এবং শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে নেতৃত্বদান প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কাজ। অধিদপ্তরের দায়িত্বে রয়েছেন একজন মহাপরিচালক (DG) অধিদপ্তরের অধীনে ৮টি বিভাগীয় শহরে রয়েছে একটি করে মোট ৮টি প্রাথমিক শিক্ষা উপ-পরিচালকের কার্যালয়, বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে একজন উপ-পরিচালক (DD)। প্রতিটি জেলায় একটি করে ৬৪টি প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এবং উপজেলায় ৫১১টি উপজেলা শিক্ষা অফিস রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়াও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণের জন্য জেলা পর্যায়ে ৫৭টি সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (PTI) এবং নেত্রকোনায় একটি বেসরকারি PTI রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্ত, প্রশিক্ষক, কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য ময়মনসিংহ এ জাতীয় পর্যায়ের একটি প্রশিক্ষণ একাডেমি আছে যা জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (National Academy for Primary Education-NAPE) নামে পরিচিত। তাছাড়া প্রতিটি উপজেলায় প্রস্তাবিত একটি করে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (URC) রয়েছে, যার ইতোমধ্যে প্রায় সবগুলোই চালু হয়েছে। URC প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক এবং সুপারভাইজারদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে এবং পাশাপাশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত আধুনিক যন্ত্রপাতি/শিক্ষা উপকরণ ও শিখন কৌশল-এর ডেমনসট্রেশন কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর উল্লেখিত প্রতিষ্ঠান সমূহের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা পালন করে থাকে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো (Bureau of Nonformal Education – BNFE)

এ সংস্থার প্রধান হচ্ছেন একজন মহাপরিচালক (DG)। ৪টি প্রকল্প ও একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে মৌলিক শিক্ষা বিস্তার ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে এই অধিদপ্তর। অধিদপ্তরের আওতায় প্রতি জেলায় একজন করে জেলা সমন্বয়কারী জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারক করছেন।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তাবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট

Compulsory Primary Education Implementation and Monitoring Unit (CPEIMU)

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট কাজ করছে। এটি একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় মহাপরিচালকের অধীনে তিনজন পরিচালক ও কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কাজ করছেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহায়তায় এই ইউনিট মাঠ পর্যায়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের অগ্রগতি, রেজিষ্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি বিদ্যালয় ও এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয় সংস্থাপন ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে তদারকী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। RNGP বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের মাসিক অনুদান এই ইউনিট এর মাধ্যমে বিতরণ হয়ে থাকে।

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার অনেকগুলো প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে এসকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং এরকম আরও বহুজাতিক অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান এবং ইউনিসেফ প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা দিচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩

অ) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন কবে পাশ হয়?

ক. ১৯৭৩ সালে খ. ১৯৯০ সালে

গ. ১৯৯২ সালে ঘ. ১৯৯৩ সালে

২. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি কোথায় অবস্থিত?

ক. ঢাকা খ. ময়মনসিংহ

গ. গাজীপুর ঘ. চট্টগ্রাম

৩. মৌলিক শিক্ষা বিস্তার ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে কোন বিভাগ?

ক. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর খ. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

গ. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ঘ. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস

উত্তরমালাঃ ১.খ, ২.খ, ৩. গ।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে কবে জাতীয়করণ করে?
২. কখন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয়ে পরিণত হয়?
৩. প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসনিক কার্যাবলি পরিচালনা করা সরকারের কোন বিভাগের কাজ?
৪. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান কে?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর কার্যাবলি আলোচনা করুন।
২. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তাবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট-এর কার্যাবলি বর্ণনা করুন।

পাঠ ৭.৪ : শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অধীভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি−

- শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও তার অধীভূক্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় (Ministry of Education-MoE)

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী শিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রশাসন এবং উন্নয়নের নীতি নির্ধারনে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী স্তর থেকে উচ্চ শিক্ষা স্তর মাদ্রাসা, কারিগরী ও বত্তিমূলক শিক্ষাসহ সকল স্তরের নীতি নির্ধার ও শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষার আইনগত দিক, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষার উক্ত স্তর বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। মাধ্যমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি বিদ্যালয়, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের অধিনে ৪১টি সরকারি এবং ৯৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ২টি আন্তর্জাতিক এবং ২টি বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয় ।

ক) ১৯৮১ সালে স্থাপিত (Islamic University of Technology -IUT)
খ) ২০০৮ এ স্থাপিত (Asian University for Women-AUW)

এবং ২টি বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়

ক) Bangladesh open University-BOU
খ) National University-NU

বর্তমান অর্থ অনুযায়ী ২০১৮ সাল পর্যন্ত দেশে সর্বমোট বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা দাড়িয়েছে ১৪০টি।

সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার শিক্ষার উন্নয়নে কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে যেগুলোর প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে তা হচ্ছে-
ক) শিক্ষায় মূল্যবোধ জাগ্রত করা; খ) শিক্ষা হবে কর্মের সাথে সম্পৃক্ত এবং সমাজের চাহিদার প্রতিফলন; গ) আধুনিক শিক্ষাক্রম; ঘ) সর্বক্ষেত্রে দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা; ঙ) তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিকে শক্তিশালী করা; চ) সর্বক্ষেত্রে দক্ষ এবং কার্যকর শিক্ষক তৈরি; ছ) শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা বজায় রাখা।

সরকারের প্রজাতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী (Rules of Business) মন্ত্রণালয়ে সম্মানিত মন্ত্রী নির্বাহী দায়িত্ব পালন করেন। সচিব মন্ত্রীর অধীনে মন্ত্রণালয়ের অধিনে গৃহীত কার্যাবলি বাস্তবায়নে প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয় নির্বাহ সচিবের দায়িত্বে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় (Ministry of Education-MoE)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার নীতি নির্ধারণ, প্রশাসন, বাস্তবায়ন ও উন্নয়নের দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন মন্ত্রী। মন্ত্রীর অধীনে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে আছেন সচিব এবং নিম্নক্রম ধারা অনুযায়ী রয়েছে অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, উপসচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (DHSE)

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসন অত্যন্ত কেন্দ্রীভুত। মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর Directorate of Secondary and Higher Education (DSHE) দায়িত্ব পালন করে থাকে। এই অধিদপ্তর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চমাধ্যমিক কলেজ ও ডিগ্রী কলেজগুলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ এমনকি নিম্নতম পর্যায়ের কর্মচারী নিয়োগ ও বদলী অধিদপ্তর করে থাকে এবং ইদানিং অধিদপ্তরকে শিক্ষকদের বেতন ভাতা পরিশোধে কাজ করতে হচ্ছে ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (National Curriculum and Textbook Board – NCTB)

NCTB একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা। এর সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছেন চেয়ারম্যান। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, প্রকাশনা এবং মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও বিতরণ NCTB এর দায়িত্ব। NCTB এর মূল দায়িত্ব সমূহ হচ্ছে :- (ক) শিক্ষাক্রম, সিলেবাস, পাঠ্যবই প্রণয়ন, মূল্যায়ন করা ও পরিবর্তন সূচিত করা, (খ) পাঠ্যবই এর পাণ্ডুলিপি তৈরির ব্যবস্থা নেওয়া, পান্ডুলিপি অনুমোদন করা এবং পুস্তক প্রণয়ন, বিতরণ ও বিক্রয় করা। সংস্থাটি যেহেতু স্বায়ত্বশাসিত তাই তাকে বই বিক্রির টাকা এবং প্রকাশক থেকে প্রাপ্ত রয়েলিটির টাকা দিয়ে খরচ নির্বাহ করতে হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড (Board of Intermediate and Secondary Education – BISE)

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড সরকারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সংস্থা। দেশে মোট ৮টি শিক্ষাবোর্ড রয়েছে এবং পৃথক একটি মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আছে। বোর্ড মূলত দুটি কাজ করে থাকে (১) বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানসমূহের উপযুক্ততা যাচাই করা এবং (২) SSC ও HSC পরীক্ষা পরিচালনা করা। পরীক্ষা পরিচালনায় প্রস্তুতি, প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র ছাপা এবং উপজেলা কেন্দ্রের মাধ্যমে তার বিতরণ ব্যবস্থা নেয়া। পরীক্ষা শেষে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যবস্থা, ফলাফল তৈরি ও প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া এবং সর্বোপরি সনদপত্র তৈরি ও প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া। BISE স্বায়ত্বশাসিত, স্ব-পরিচালিত এবং পরীক্ষার ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে পরিচালিত হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার পরবর্তী স্তরে বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় দেশকে ৯টি জোনে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি জোনের দায়িত্বে একজন ডেপুটি ডাইরেক্টর (DD) এবং তাকে সহায়তা দিচ্ছে ২ থেকে ৪ জন পরিদর্শক। প্রতিটি জেলায় একজন করে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (DEO) রয়েছেন তাকে সহায়তা দিচ্ছে সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ADEO)। উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনায় কোন স্থায়ী কর্মচারি নাই তবে কেবলমাত্র মহিলা উপবৃত্তি প্রকল্প এর ব্যতিক্রম। উপজেলা পর্যায়ের তথ্যাদি এবং পরিদর্শনের দায়িত্ব স্থানীয় কার্যালয়ের রুটিন ওয়ার্ক হিসাবে পরিচালিত হয়ে থাকে তবে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব ঢাকা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (Directorate of Technical Education - DTE)

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার পরিকল্পনা, উন্নয়ন, সমন্বয় ও পরিদর্শনের দায়িত্বে নিয়োজিত। অধিদপ্তরের দায়িত্বে আছেন মহাপরিচালক। অধিদপ্তর দেশের সর্বস্তরে দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করে থাকে। কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রশিক্ষণের (TVET) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নির্দেশনা প্রদান, DTE এবং TVET প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বাজেট প্রস্তাবনা তৈরি এবং অনুমোদিত বাজেট এর বিপরীতে অর্থছাড় করা এই অধিদপ্তরের দায়িত্ব। তাছাড়া অধিদপ্তর কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ (TTTC), পলিটেকনিক এবং মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট, বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (VTTI) এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (VTIs) সমূহের বিভিন্ন ডিগ্রী কার্যক্রম তদারকি করে থাকে।

National Academy for Educational Management (NAEM)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে NAEM বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা বিশেষ করে শিক্ষা প্রশাসক ও ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। NAEM এর দুটি বিভাগ রয়েছে। (ক) প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং (খ) শিক্ষা এক্সটেনশন ট্রেনিং

পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার উপর গবেষণা পরিচালনা, প্রশাসক (Principal, Viceprincipal), হেডমাস্টারদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ দেয়া এবং শিক্ষা প্রশাসনের ওপর পরামর্শ প্রদান। তাছাড়া NAEM বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে নির্বাচিত সরকারি কলেজ শিক্ষকদের Foundation Training দিয়ে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (University Grants Commission (UGC))

১৯৭৩ সালে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (UGC) গঠন করা হয়। UGC গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মুক্ত রাখা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত রাখা। এ কমিশনের তিনটি বিভাগ রয়েছে। যথা- (১) Administrative- প্রশাসনিক (২) Planning & Development - পরিকল্পনা ও উন্নয়ন (৩) Finance & Account- অর্থায়ন ও হিসাব রক্ষণ।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রধান প্রধান কাজ-

- ✓ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ করা এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- ✓ বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা।
- ✓ সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেওয়া।
- ✓ উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন মূল্যায়ণ করা।
- ✓ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা পরীক্ষা করা।
- ✓ বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিসংখ্যানমূলক তথ্য সংগ্রহ করা ও প্রকাশ করা।
- ✓ সরকারকে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গঠনে ও বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে পরামর্শ দেওয়া।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য সংখ্যা ১২ জন। কমিশনের চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তি এবং তিনি সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র অধ্যাপকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। চেয়ারম্যান ব্যতীত অন্যান্যরা হচ্ছেন পূর্ণকালীন সদস্য এবং ৯ জন খন্ডকালীন সদস্য (তাদের মধ্যে তিনজন ঘূর্ণমানভিত্তিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, তিন জন অধ্যাপক, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্য এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি)।

মাধ্যমিক শিক্ষায় উন্নয়ন সহায়তাকারী সহযোগিতা (Donor support)

বাংলাদেশ মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে প্রকল্পের মাধ্যমে বহির্দেশ থেকে সহায়তা পেয়ে আসছে। এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক ADB একটি প্রধান সহায়তাকারী সংস্থা। ১৯৮৫-৯০-এ ADB-র প্রথম প্রকল্প সেকেন্ডারী সাইন্স এডুকেশন সেক্টর প্রজেক্ট (SSESP)। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মরত বিজ্ঞান শিক্ষকের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ADB-এর দ্বিতীয় প্রকল্প মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (SEDP)। এ প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম নবায়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন (১৯৯৪-১৯৯৯) করা হয়। ADB-র তৃতীয় প্রকল্প উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্প (HSEP)। এ প্রকল্পের মাধ্যমে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন (১৯৯২-১৯৯৮) করা হয়। বর্তমানে ADB এবং World Bank-এর যৌথ অর্থায়নে মহিলা উপবৃত্তি কর্মসূচি (FSP) চালু আছে। যার লক্ষ্য মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানো। এভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নে বৈদেশিক অর্থ ও পরামর্শক সহায়তা নিয়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪

অ) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশে কয়টি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে?

ক. ২ টি খ. ৩ টি

গ. ৪ টি ঘ. ৫ টি

২. কোন প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রশাসক ও ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে?

ক. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড

খ. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

গ. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

ঘ. জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি

৩. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য সংখ্যা কত?

ক. ১০ জন খ. ১১ জন

গ. ১২ জন ঘ. ১৩ জন

উত্তরমালা: ১.ক, ২.ঘ, ৩. গ।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তরে কোন ধরনের শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান?
২. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?
৩. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর-এর প্রধান কে?
৪. কবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠিত হয়?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা পর্যালোচনা করুন।
২. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-এর গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা করুন।

পাঠ ৭.৫ : উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (DPP) প্রণয়ন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের পদক্ষেপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের ধাপ ও পরিবীক্ষণ-এর মধ্যে যোগসূত্রতা বর্ণনা করতে পারবেন।

উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া

সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন এবং সরলীকরণের লক্ষ্যে ২০০৫ সাল থেকে অনুসৃত পদ্ধতিসমূহের সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিক বর্ণনা করা হলো।

উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (DPP) প্রণয়ন

ক) বিনিয়োগ প্রকল্প (কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ব্যতীত)

১। বিনিয়োগ প্রকল্প সনাক্তকরণের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সংগে প্রয়োজনীয় পরামর্শক্রমে বাস্তবায়নকারী সংস্থা উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করবে। অত:পর প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা উক্ত প্রকল্প প্রস্তাব ডিপিপি ছকে মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করে। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় প্রকল্পের বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন করবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় নিজেদের উদ্যোগে সচিবের সভাপতিত্বে যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) এবং অন্যান্যদের নিয়ে গঠিত একটি অভ্যন্তরীন কমিটি এ দায়িত্ব পালন করে থাকে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির ওপর তাদের মতামতসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিকট থেকে প্রস্তাব প্রাপ্তির ১০ কার্যদিবসের মধ্যে যথাযথ সংশোধনসহ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করবে।

২। মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত প্রস্তাবটি পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর প্রকল্পটির প্রাক-মূল্যায়ন (Pre-appraisal) করবে। প্রস্তাবটি অতিমাত্রায় ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ হলে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য মন্ত্রণালয়ে ফেরত পাঠিয়ে সংশোধন করিয়ে নিবে। ব্যাপক সংশোধনের প্রয়োজন না থাকলে পরিকল্পনা কমিশন নিজেই সংশোধন করে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

৩। পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশন প্রস্তাবটি প্রাপ্তির ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে প্রাক-মূল্যায়ন সংক্রান্ত মতামত/মন্তব্যসহ প্রস্তাবটি পিইসি (Pros Evaluation Committee- PEC) সভায় উপস্থাপন করবে। PEC সভায় প্রকল্প প্রস্তাবটি বিস্তারিত আলোচনাক্রমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে সুপারিশ করবে। তবে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের পূর্বে PEC প্রস্তাবটিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংযোজন এবং পরিমার্জন এর সুপারিশ প্রদান করতে পারবে।

৪। PEC অনুষ্ঠীত হওয়ার ১০ কার্যদিবসের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশন সভার সিদ্ধান্ত/কার্যবিবরণী জারী করবে।

৫। PEC সভার সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় পুনর্বিন্যাসকৃত প্রকল্প প্রস্তাবটি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করবে। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকল্পের ব্যয় সমন্বয় প্রয়োজন হলে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় আই.এম.ই.ডি. (IMED) হতে সমন্বয় করিয়ে নিবে।

৬। মন্ত্রণালয় থেকে পূনর্বিন্যাসকৃত প্রকল্প প্রস্তাব প্রাপ্তির ১০ কার্যদিবসের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশন ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকা পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পের অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নিকট এবং ২৫ কোটি টাকার উর্ধ্ব ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৩৫ কপি পুনর্বিন্যাসকৃত ডিপিপি একনেক সভার জন্য প্রণীত কার্যপত্রসহ একনেক সচিবালয়ে প্রেরণ করবে।

৭। বৈদেশিক সাহায্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ২১ কার্যদিবসের মধ্যে এবং অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনা/অনুমোদনের জন্য একনেক সভায় উপস্থাপন করবে। বিশেষ ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একনেকে উপস্থাপন সম্ভব না হলে অতিরিক্ত সময়ের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর নিকট পেশ করবে। একনেক সভায় প্রকল্প অনুমোদন পেলে বাস্তবায়নে যাবে।

খ) জরীপ/সম্ভাব্য সমীক্ষা প্রকল্প

এক কোটি টাকা পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রকল্প বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (ডিপিইসি) কর্তৃক যথাযথ ভাবে মূল্যায়নের পর মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী অনুমোদন করবে। এক কোটি টাকার উর্ধ্ব ব্যয়ের প্রকল্প PEC-র মূল্যায়ন ও সুপারিশক্রমে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হবে। বাস্তবায়নকারী সংস্থা থেকে এ জাতীয় প্রকল্প প্রস্তাব প্রাপ্তির পর প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের সময়সীমা ১৫ কার্যদিবস এবং পরিকল্পনা কমিশনের জন্য ২১ কার্যদিবসে সম্পন্ন করতে হবে।

Development of Project Proposal (DPP)

উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের পদক্ষেপ

১। প্রকল্পের শিরোনামসহ বর্ণনা

প্রকল্প প্রণয়নকারীকে প্রকল্প বাস্তবায়নের এলাকা বা ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমস্যাটি চিহ্নিত করতে হবে। এ পর্যায়ে প্রকল্প গ্রহণের প্রারম্ভিক কাজ হিসেবে জরিপের মাধ্যমে এলাকা বা ক্ষেত্রের চাহিদা নির্ণয় করে প্রকল্প ঠিক করে নেয়া যেতে পারে। নির্বাচিত প্রকল্পটি হতে পারে দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনমান উন্নয়ন বা সামাজিক উন্নয়নে কোন টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প, সমাজের বঞ্চিত মানুষের অধিকার রক্ষামূলক, ক্ষমতায়ন প্রকল্প, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প, কারিগরি এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, সচেতনতা উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদি।

২। ব্যয় বহনকারী প্রতিষ্ঠান (মন্ত্রণালয়/ডিভিশন)

প্রকল্পের চাহিদা, আকার অনুযায়ী দেশি বিদেশি বা স্থানীয় উৎস থেকে অর্থায়নের ব্যবস্থা থাকতে পারে। ব্যয় বহনকারী সংস্থার উল্লেখ থাকতে হবে। অর্থ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিবরণ থাকবে। একাধিক উৎস হলে কোন উৎস থেকে কখন এবং কতটা অর্থ পাওয়া যাবে তার বিবরণ থাকবে।

৩। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা

বাস্তবায়নকারী সংস্থার বিবরণ থাকতে হবে। সংস্থার জনবল, সংস্থার সুবিধা ইত্যাদি। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা পরিচিত। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজের দক্ষতা, বাস্তবায়নের স্থান। বাস্তবায়নে যে সকল পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ থাকবে। প্রকল্পের লক্ষ্যদল চিহ্নিত করা এবং লক্ষ্যদলের বর্ণনা দিতে হবে।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য থাকবে। সাধারণ উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রকল্পের বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করতে হবে। বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও কার্যাবলী উলেখ করতে হবে ।

৫। প্রকল্পের আনুমানিক খরচ (মিলিয়ন টাকা)

প্রকল্পের আনুমানিক খরচের বিবরণ থাকতে হবে। একাধিক ফেজ থাকলে ফেজ ভিত্তিক খরচের বিবরণ থাকবে।

৬। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়

প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় তালিকা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করতে হবে। এটি একটি সময় চার্ট আকারে থাকবে। মনিটরিং ও প্রকল্প মূল্যায়নের বিবরণ থাকতে হবে। উল্লেখ্য মধ্যকালীন মূল্যায়ন কারা করবে এবং এর ফলাফল প্রকল্প উন্নয়নে কিভাবে ব্যবহার করা হবে তা থাকবে। চূড়ান্ত মূল্যায়নের উলেল্লখ থাকবে। কোন তৃতীয় পক্ষ এ মূল্যায়ন করতে পারে। এ মূল্যায়নের ফলাফল কিভাবে ব্যবহার করা হবে তার উল্লেখ থাকবে।

৭। খাত ওয়ারী সম্ভাব্য খরচ

প্রকল্পের Procurement Plan থাকতে হবে ।বসর ভিত্তিক আর্থিক ও ভৌত পরিকল্পনা থাকবে।

৮। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো, জনবল, বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ থাকবে। জনবলের বেতন কাঠামো, অন্যান্য ভাতাদির বিবরণ থাকবে। জনবলের আকার ও কাঠামো উচ্চ থেকে নিম্ন পর্যন্ত ছক আকারে থাকতে পারে। জনবলের প্রত্যেকের দায়িত্ব, কর্তব্য, জবাবদিহিতা ইত্যাদি টার্ম অব রেফারেন্স আকারে থাকবে। প্রকল্প শেষে জনবলের জন্য ভবিষ্যৎ কোন পরিকল্পনা বা তাদের জন্য কোন নির্দেশনা থাকলে তার উল্লেখ থাকবে।

বিনিয়োগে প্রকল্পে বরাদ্দ অনুমোদনের ক্ষমতা

১। অনধিক ১ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী অনুমোদন করবেন।

২। ১ কোটি টাকার অধিক এবং ২৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পের বেলায় পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সুপারিশের ভিত্তিতে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী অনুমোদন করবেন।

৩। ২৫ কোটি টাকার উর্ধে ব্যয় সম্বলিত সকল বিনিয়োগ প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রাক একনেক/ আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভার সুপারিশের পর একনেকের বিবেচনার জন্য পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে পেশ করা হয়। একনেক ২৫ কোটি টাকার উর্ধে ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি অনুমোদন করবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

প্রকল্প পরিক্রমায় সবচেয়ে কঠিন ধাপ হচ্ছে প্রকল্পের বাস্তবায়ন। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাথমিক শর্ত যেমন- প্রকল্প অনুমোদন অবস্থা এবং সময়মত তহবিলের অঙ্গীকার। তেমনই প্রকল্প বাস্তবায়নে কয়েকটি ধাপ থাকে এবং এ ধাপগুলো হচ্ছে -

১। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
২। প্রকল্প মূল্যায়ন এবং উন্নয়ন অংশীদার কর্তৃক গ্রহণ (Donor Project)
৩। প্রকল্প অনুমোদন
৪। প্রকল্প পরিচালক ও জনবল নিয়োগ
৫। প্রকল্প অফিস স্থাপন
৬। উপদেষ্টা নিয়োগ
৭। তহবিল বরাদ্দ ও অবমুক্তি
৮। ভূমি অধিগ্রহণ
৯। দ্রব্য এবং সেবাসামগ্রী ক্রয়
১০। প্রকল্প ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন
১১। মনিটরিং সুপারভিশন
১২। মিড টার্ম রিভিউ
১৩। সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন।

প্রকল্প পরিবীক্ষণ

প্রকল্প পরিবীক্ষণের প্রাথমিক দায়িত্ব বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় সংস্থার। বাস্তবায়নকারী সংস্থার পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা বিশেষত: উন্নয়ন অথবা পরিকল্পনা অনুবিভাগের কর্মকর্তারা নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প পরিদর্শনের মাধ্যমে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিবে এবং বাস্তবায়ন ক্ষেত্রের সমস্যা দূর করবে। তাছাড়া বাংলাদেশের উন্নয়ন অংশীদাররাও তাদের নিজস্ব পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করেছে। তাছাড়া IMED, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুবিভাগ, বাস্তবায়ন সংস্থার পরিবীক্ষণ কোষ, বড় প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU), পরিকল্পনা কমিশন, পরিসংখ্যান বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বিভিন্ন খাতের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৫

অ) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পরিকল্পনা কমিশন কত কার্যদিবসের মধ্যে প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে?
ক. ১০ কার্যদিবস খ. ১৫ কার্যদিবস
গ. ২০ কার্যদিবস ঘ. ২৫ কার্যদিবস

২. বৈদেশিক সাহায্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে কত কার্যদিবসের মধ্যে একনেক সভায় উপস্থাপন করতে হবে?
ক. ১০ কার্যদিবস খ. ১৫ কার্যদিবস
গ. ২১ কার্যদিবস ঘ. ৩০ কার্যদিবস

৩. ২৫ কোটি টাকার উর্ধ্বে ব্যয় সম্বলিত উন্নয়ন প্রকল্প কে অনুমোদন করেন?
ক. প্রধানমন্ত্রী খ. একনেক
গ. পরিকল্পনা মন্ত্রী ঘ. অর্থমন্ত্রী

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ, ৩. খ ।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কোথায় প্রেরণ করতে হয়?
২. প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনা/অনুমোদনের জন্য কত দিনের মধ্যে একনেক সভায় উপস্থাপন করতে হয়?
৩. অনধিক ১ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পসমূহ কে অনুমোদন করেন?
৪. অনধিক ২৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পসমূহ কে অনুমোদন করেন?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (DPP) প্রণয়ন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
২. উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের পদক্ষেপসমূহ বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ৭.৬: বাংলাদেশে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ধাপগুলো আলোচনা করতে পারবেন;
- শিক্ষা প্রকল্প প্রণয়নের বিভিন্ন ছকগুলোর বর্ণনা দিতে পারবেন;
- শিক্ষা প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের শিক্ষা পরিকল্পনা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষা পরিকল্পনা টপ-বটম পদ্ধতিতে প্রণীত হয়ে থাকে। তৃণমূল পর্যায়ের জনগণ এতে সম্পৃক্ত নয়।

শিক্ষা পরিকল্পনা উন্নয়ন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। সকল মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উপাত্ত প্রাপ্তি, খাতওয়ারী পরিকল্পনা প্রণয়ন, বার্ষিক কর্মসূচী প্রণয়ন, প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি কাজের জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে সাহায্যে করে থাকে। পরিকল্পনা কমিশনের শিক্ষা শাখা (Education wing) শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করে। শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ও কমিশনের শিক্ষা শাখার মধ্যে তথ্যের বিনিময় ঘটে থাকে। এই প্রক্রিয়াটি দ্বিমুখী। শিক্ষা শাখা মন্ত্রণালয় থেকে তথ্য গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানও করে থাকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ''পরিকল্পনা কোষ'' শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষে কাজ করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরবরাহকৃত তথ্যর উপর ভিত্তিকরে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরুপণ করে শিক্ষা কমিশনের শিক্ষা শাখা, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (Economics Relation Division) ও অভ্যন্তরীণ অর্থবিভাগ সম্পদের প্রাক্কলন করে।

শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হল: প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরী ও উচ্চশিক্ষা এবং ধর্মীয় ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সেক্টরসমূহ। সাব সেক্টরসমূহের উন্নত চিন্তা ও পরিকল্পনার দায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশনের। জাতীয় উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলে পূর্ববর্তী পরিকল্পনাকালে কর্মসূচি বাস্তবায়নের পর্যালোচনা, দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ভবিষ্যৎ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আর্থিক বরাদ্দ, প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কৌশল ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত থাকে। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভৌত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি, ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যসূচির উন্নয়ন, নতুন কলেজ স্থাপন, শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, বিজ্ঞান, গণিত ও ইংরেজি শিক্ষার উন্নয়ন ইত্যাদি এতে থাকে। কর্মসূচি নিয়ে শিক্ষা সেক্টরের মূল কর্মসূচি প্রণীত হয়। উন্নয়ন কার্যসূচি বাস্তবায়নার্থে গৃহীত প্রকল্পসমূহ প্রথমে ত্রিবার্ষিক আবর্তক কর্মসূচি এবং পরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত হয়। বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত করতে হয়।

উন্নয়ন প্রক্রিয়া

উন্নয়ন প্রক্রিয়া অবিরত এবং ঘূর্ণায়মান। এ অবিরাম প্রক্রিয়ায় ছেদ পড়লে কর্মসূচি ব্যাহত হয়, প্রকল্প যথাসময়ে সম্পন্ন হয় না। প্রকল্পের উদ্দেশ্য সফল হয় না। এই প্রক্রিয়া কতগুলো ধাপের মাধ্যমে চলে। ধাপগুলো:

- দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণ
- অগ্রাধিকার নির্ধারণ

- প্রয়োজন নির্ধারণ
- প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্যতার অনুধ্যান
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ছকে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন
- অনুমোদনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ
- প্রকল্পের অর্থায়ন
- অবিরত প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যাবলি পরিবীক্ষণ
- প্রকল্প সমাপ্তকরণ
- সামগ্রিক মূল্যায়ন।

উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাব প্রণয়ন

বিভিন্ন ছকের মাধ্যমে প্রকল্পের প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্পের ছক উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। সাধারণভাবে ব্যবহৃত ছকগুলো হল:

- প্রকল্প সারপত্র (Project Concept Paper- PCP)
- প্রকল্প ছক (Project Proforma- PP)
- কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ছক (Technical Assistance Project Proforma- TAPP)
- সহায়তা পুষ্ট প্রকল্পের প্রাথমিক প্রকল্প ছক (Preliminary Project Proforma for Aided Project)
- উন্নয়ন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও জরিপের জন্য প্রস্তাব দাখিলের ছক (Proforma for Submission of Development Project)।

শিক্ষা প্রকল্প অনুমোদন

শিক্ষা অধিদপ্তরের চাহিদার ভিত্তিতে প্রকল্পের প্রস্তাব তৈরি করা হয়। কিন্তু প্রকল্প প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন বিধায় তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা কোষে প্রেরণ করে। পরিকল্পনা কোষ সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ আলোচনা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রকল্প প্রস্তাবটির প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় প্রস্তাবটি সরকারের নীতি, উন্নয়ন দর্শন ও সামর্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি না। যদি শিক্ষা পরিকল্পনা কোষ তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রস্তাবটি নীতিসঙ্গত ও বাস্তবায়নযোগ্য বলে মনে করে তখন সুপারিশ করে প্রস্তাবটি পরিকল্পনা কমিশনের শিক্ষা শাখা/সেক্টরে প্রেরণ করে। পরিকল্পনা কমিশন আবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রয়োজনে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কাছ থেকে তথ্যাদি গ্রহণ করে মন্তব্যসহ প্রাক-একনেক আন্ত মন্ত্রণালয় কমিটিতে পেশ করে। প্রাক-একনেক কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সঠিক বলে মনে করলে এক-নেকের বিবেচনার জন্য যথাসময়ে পেশ করে। একনেক প্রকল্পের সার পত্র অনুমোদন করলে প্রকল্প অনুমোদিত বলে বিবেচিত হয়। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্প সারপত্র অনুমোদিত হলে প্রকল্পের বিস্তারিত রূপরেখা তৈরি করা হয়। এ রূপরেখা যৌক্তিকতাসহ ছকে তৈরি করতে হয়। এ দলিলের নাম Project Proforma। শিক্ষা অধিদপ্তর তখন বিস্তারিত ছক PP প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পেশ করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তখন আন্তমন্ত্রণালয় বিভাগীয় মূল্যায়ন ডি.পি.ই.সি/আন্তমন্ত্রণালয় বিভাগীয় বিশেষ মূল্যায়ন কমিটি (DSPEC) এর সভায় পেশ করে। আন্তমন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি পিপি যথার্থ বলে সুপারিশ করলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। মন্ত্রী মহোদয় পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ছকটির অনুমোদন প্রদান করলে প্রকল্প ছক অনুমোদিত বলে বিবেচিত হয় এবং বাস্তব কাজ শুরু হয়।

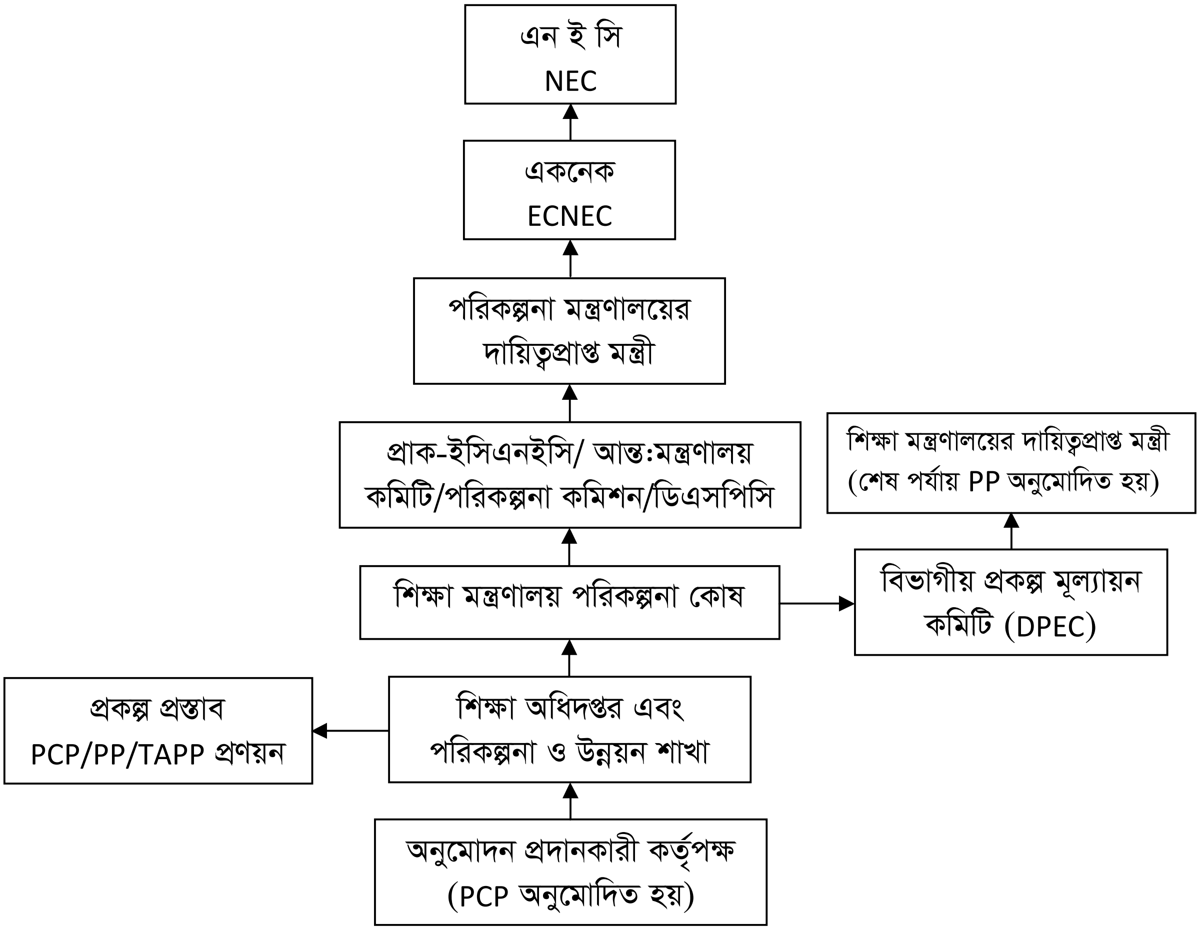

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৬

অ) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন (সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।)

১. শিক্ষা পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ প্রদান কার দায়িত্ব?

ক. শিক্ষা অধিদপ্তরের খ. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের
গ. পরিকল্পনা কমিশনের শিক্ষা শাখার ঘ. আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির।

২. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় কেন?

ক. উন্নয়ন স্কোপ বৃদ্ধির জন্য খ. জাতীয় উন্নয়নের জন্য
গ. জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য ঘ. জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য।

উত্তরমালা: ১. গ, ২. খ।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত কোন কোন প্রতিষ্ঠান রয়েছে লিখুন।
২. উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ধাপগুলো কি কি?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ার বিবরণ দিন।

References

- ✓ আবু হামিদ লতিফ (২০০৩), *শিক্ষা পরিকল্পনা উন্নয়ন*, ঢাকা: প্যাপিরাস।
- ✓ মো: আবদুস সামাদ (১৯৯৫), *জাতীয় উন্নয়ন ও শিক্ষা*, ঢাকা: রতন পাবলিশার্স।
- ✓ শিক্ষা মন্ত্রণালয় (২০১০), *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০*, ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- ✓ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ ও এ,এস,এম, গোলাম মরতুজা (২০১৪), *শিক্ষা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন*, গাজীপুর: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
- ✓ মাহবুবা আক্তার (২০১৫), *মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা*, ঢাকা: সংরক্ষণ প্রকাশন।
- ✓ মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান (২০১২), *শিক্ষা প্রশাসন*, ঢাকা: প্রভাতী লাইব্রেরি।
- ✓ রাশিদা বেগম ও তবারক উল ইসলাম (২০১৪), *শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মূলনীতি*, গাজীপুর: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
- ✓ আব্দুল মালেক, মরিয়ম বেগম, ফখরুল ইসলাম ও শেখ শাহবাজ রিয়াদ (২০০৯), *শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষ*, ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।
- ✓ Laxmi Devi-Editorial Chief (1996), *Encyclopaedia of Educational Development and Planning*. VOL-3, 4 and 5. New Delhi: Anmol Publications Pvt. Ltd.
- ✓ CS Nagpal & AC Mittal, edt. (1972), *Perspectives in Modern Economics*, Vol-15, New Delhi: Anmol publications.
- ✓ Chris Abbott (2005), *ICT: Changing Education*, London & New York: Routledge
- ✓ Vinu V Das & others (2010), *Information and Communication Technologies*, Kochi: Springer
- ✓ দেলোয়ার হোসেন শেখ (২০০৩), *শিক্ষা ও উন্নয়ন: উন্নয়নশীল দেশের প্রতিশ্রুতি*, ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স।
- ✓ কামরুন্নেসা বেগম ও সালমা আখতার (২০০০), *প্রাথমিক শিক্ষা: বাংলাদেশ*, ঢাকা।
- ✓ Philip Coombs (1970), *What is Educational Planning*, Paris: IIEP.
- ✓ W.D. Haddad (1995), *Education Policy Planning Process: An Applied Framework*, Paris: UNESCO
- ✓ G. Smirnov and others (1979), *Plannig in developing countries: Theory and methodology*. Moscow: UNITAR, Progress Publishers.
- ✓ Fremount J. Lyden and Ernest G. Miller (1970), *Plannig, Programming, Budgeting: A systems approach to management*, Chicago: Markham publishing Company.
- ✓ R K Raghuram (2008), *Encyclopaedia Of Educational Planning And Development* (5 Vols.), New Delhi: Crescent Publishing Corporation.
- ✓ C.S. Nagpal and others (1972), *Perspectives in Modern Economics*, VOL-15, New Delhi: Anmol Publication.
- ✓ জগদীশ চন্দ্র শুক্লা দাস ও এফ এম আমিরুল ইসলাম (১৯৯৭), পরিসংখ্যান পরিচিতি, গাজীপুর: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
- ✓ মনিরা হোসেন ও শাহজাহান তপন (১৯৯৯), *পরিসংখ্যানগত পরিমাপ ও অভীক্ষা*, গাজীপুর: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
- ✓ মনীন্দ্র কুমার রায় ও রবীন্দ্র নাথ শীল (১৯৯৪), মৌলিক পরিসংখ্যান পরিচিতি, চট্টগ্রাম: প্রকাশক ওলগা রায়।
- ✓ K.R Mckinnon (1973), *Realistic Educational Planning*, Paris: UNESCO
- ✓ W.D. Haddad (1995), *Education Policy Planning Process: An Applied Framework*, Paris: UNESCO
- ✓ G. Z. F. Bereday, J. A. Lauwerys (1962), *The Year Book of Education 1961 Concepts of Excellence in Education*, London: British Journal of Educational Studies 10 (2):201-204

- ✓ সুফিয়া বেগম ও অন্যান্য (২০১১), মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষাক্রম ও শিশুর ক্রমবিকাশ- ২, গাজীপুর: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
- ✓ রাজু আহমেদ (২০১৮), *বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রকিল্পনা ও দারিদ্র্য বিমোচন*, ঢাকা: পালক পাবলিশার্স।
- ✓ মোস্তফা হাসান ও আবুল হাসান (২০১৩), *পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রণয়ন*, ঢাকা: গতিধারা।
- ✓ এম. এ. মজিদ (২০০২), *উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প বিশ্লেষণ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
- ✓ A. Magnen (1991), *Education Projects: Elaboration, Financing & Management*, Paris: UNESCO & IIEP
- ✓ K.S Chalam (2006), *Introduction to Educational Planning and Management*, New Delhi: Anmol Publications Pvt. Ltd.
- ✓ মোস্তফা হাসান ও আবুল হাসান (২০১৩), *পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রণয়ন*, ঢাকা: গতিধারা।
- ✓ দেলোয়ার হোসেন শেখ (২০০৩), *শিক্ষা ও উন্নয়ন: উন্নয়নশীল দেশের প্রতিশ্রুতি*, ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স।
- ✓ A. Magnen (1991), *Education Projects: Elaboration, Financing & Management*, Paris: UNESCO & IIEP
- ✓ K.S Chalam (2006), *Introduction to Educational Planning and Management*, New Delhi: Anmol Publications Pvt. Ltd.
- ✓ শিক্ষা মন্ত্রণালয় (১৯৭৪), *বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট*, ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- ✓ বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (১৯৯৬), *ড. কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট*, ঢাকা: বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কেন্দ্রিয় কমিটি।
- ✓ শিক্ষা মন্ত্রণালয় (২০১০), *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০*, ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- ✓ শিক্ষা মন্ত্রণালয় (১৯৯৭), *জাতীয় শিক্ষানীতি প্রতিবেদন-১৯৯৭*, ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- ✓ মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী (১৯৯৯) *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, ঢাকা: জাগরণী প্রকাশনী।
- ✓ পরিকল্পনা কমিশন (২০১৬), *সপ্তম পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা পরিকল্পনা ২০১৬-২০*, ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- ✓ পরিকল্পনা কমিশন (১৯৮৬), *তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা পরিকল্পনা ১৯৮৫-৯০*, ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- ✓ মোহাম্মদ মোমিন উল্লাহ (১৯৮০), *শিক্ষার ইতিহাস*, ঢাকা: মিতা প্রকাশনী।
- ✓ ড. এম এ রহিম (১৯৯৫), *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ১ম খন্ড (১২০৩-১৫৭৬)*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।
- ✓ মোহাম্মদ ইলিয়াস ও সন্তোষ কুমার ইন্দু (১৯৯৭), *বৃটিশ ভারতে শিক্ষা*, গাজীপুর: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
- ✓ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম (১৯৯৩), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১* খন্ড-৩, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।
- ✓ 1998 Statistical year book of Bangladesh, BBS, Dhaka, 1999.
- ✓ The first five year plan 1973-78, planning Commission, GOB, Dhaka, 1973.
- ✓ The Second five year plan 1980-85, planning Commission, GOB, Dhaka, 1983.
- ✓ The fourth five year plan 1990-95, planning Commission, GOB, Dhaka, 1995.
- ✓ The fifth five year plan 1997-2002, planning Commission, GOB, Dhaka, 1998.
- ✓ UNDP, HUMAN DEVELOPMENT REPORT 1999, OXFORD UNIVERSITY PRESS, NEW YORK, 1999.
- ✓ আবু হামিদ লতিফ (২০০৩), *শিক্ষা পরিকল্পনা উন্নয়ন*, ঢাকা: প্যাপিরাস।
- ✓ রুশিদান ইসলাম রহমান (২০১২), *বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উন্নয়ন*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।
- ✓ S. Ahmed & S. J. Anwar Zahid (1994), *Strategies and Issues of Local Level Planning in Bangladesh*, Comilla: BARD.
- ✓ Hasnat Abdul Hye (1982), *Local Level Planning in Bangladesh*, Dhaka: National Institute of Local Government.
- ✓ Mohammad Shafiqur Rahman (1991), *Planning and Development of Upazila in Bangladesh*, Dhaka: National Institute of Local Government.